## বিষয়: নির্বাচন কমিশনের অসদাচরণ সম্পর্কে অভিযোগ

গত ২১ ডিসেম্বর ৪২ নাগরিক ভার্চুয়াল সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগটি সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করানোর জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। এ নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বিষয়টি কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা প্রয়োজন বলে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন।

**অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য-**

**১. নির্বাচনি প্রশিক্ষণের জন্য বক্তৃতা না দিয়ে বিশেষ বক্তা হিসেবে সম্মানী গ্রহণ**

**কমিশনের বক্তব্যঃ** সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ, নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব পালন, মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ ও বাছাই, আইনানুগভাবে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের দ্বারা ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল ঘোষণা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন পূর্বের এক যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে সকল স্তরের প্রায় ৬-৭ লক্ষ জনবলের দক্ষতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫ জন বিশেষ বক্তা, কোর্স উপদেষ্টা ও অন্যান্য প্রশিক্ষকসহ নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করে যা কমিশন অনুমোদন করে।

কর্মপরিকল্পনায় ১৫ জন বিশেষ বক্তার সম্মানী ভাতা বাবদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১,০৪,০০,০০০/- টাকার এবং ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ৪৭,৭০,০০০/- টাকার সংস্থান রাখা হয়। The Chief Election Commissioner and Election Commissioner (Remuneration and Privileges) Ordinance 1983 অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারগণ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের ন্যায় অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য বিধায় অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক তাঁদের জন্য নির্ধারিত হারেই এই কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ জন বিশেষ বক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করে সম্মানী গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণ কোর্সের উপদেষ্টা হিসেবে ইসি সচিব সম্মানী নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ খাতের অব্যবহৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়ণ ব্যয়ণ কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেজারীতে ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এর ৭(১) ও ১৬ ধারা অনুযায়ী এই খাতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দ ব্যয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। নির্বাচন কমিশন আইন, ২০০৯ এর ৭(২) ধারা অনুযায়ী সকল ব্যয় অডিট যোগ্য। অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হলে ব্যয়কৃত অর্থ কোষাগারে ফেরত যাবে। সমস্ত প্রক্রিয়া দালিলিক প্রমান ভিত্তিক, এ ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের কোন সুযোগ নেই।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১৫ জন বিশেষ বক্তার জন্য কর্মপরিকল্পনায় ২ কোটি টাকার বরাদ্দই ছিল না। সেখানে নির্বাচন কমিশনারদের "বিশেষ বক্তা হিসাবে বক্তৃতা দেয়ার নামে ২ কোটি টাকার মত আর্থিক অসদাচরণ ও অনিয়ম" মর্মে অভিযোগটি অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে, যা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৭(৩) অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু প্রশিক্ষণ প্রদানের সম্মানীর সংগে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নয়। ফলে সংবিধানের ১৪৭(৩) অনুচ্ছেদ লংঘনের প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং সংবিধানের এ ধরণের অপব্যাখ্যা কোন ক্রমেই কাম্য নহে।

**২. কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি**

**কমিশনের বক্তব্যঃ** নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ৩৩৯টি শূন্য পদে টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন আহবান করে ০৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। টেলিটকের মাধ্যমে ২,৯৩,৭২৮টি আবেদন পাওয়া যায় এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদকে নৈর্ব্যক্তিক ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যাদেশ দেয়া হয়। অতঃপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে যেখানে জনপ্রশাসন, অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম

কমিশনের ০৩জন বহিঃসদস্যের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক ৪১দিন ব্যাপী মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে যথানিয়মে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। কোন মহল থেকে কোন অবিযোগ পাওয়া যায়নি। ওয়েবসাইটসহ ৫টি জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদকে নৈর্ব্যক্তিক এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ক্রস চেকের মাধ্যমে ২,৯৮,৪০,৯২২.৮০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১,১০,৩৭,০৫৩.৬০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। প্রার্থীদের নিকট হতে ফি বাবদ আদায়কৃত ২,৪৯,৯০,৪৫০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

কোন প্রমাণ ছাড়াই ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা দুর্নীতি করা হয়েছে মর্মে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ছিল নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত।

### ৩. নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিলাস বহল গাড়ি ব্যবহার করা

**কমিশনের বক্তব্যঃ** একজন কমিশনারের প্রাধিকারে ১ টি জীপ ও ১ টি কার রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে এ কমিশন শপথ নেয়ার দিন অর্থাৎ ১৫-০২-২০১৭ হতে ২২ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৩ (তিন) বছর ৬ মাস প্রাধিকারভুক্ত জীপ গাড়ীটি দিতে পারেনি। আইডিয়া প্রকল্প হতে ০৮-০৭-২০১৫ তারিখে অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য নির্বাচন কমিশনের ০৪ জন ড্রাইভারের দায়িত্বে ০৪ টি জীপ গাড়ী প্রদান করে। সচিবালয় হতে কমিশনারদের প্রাধিকারভুক্ত জীপ গাড়ীটি পাওয়া না যাওয়ায় কমিশনারবৃন্দ সচিবালয়ের কাজের পাশাপাশি জীপ গাড়ীটি অফিসে আসা যাওয়া ও ভ্রমনের কাজে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

নতুন গাড়ী ক্রয়ের পর থেকে কমিশনারবৃন্দ তাঁদের প্রাধিকারভুক্ত ২ টি গাড়ীই ব্যবহার করছেন। প্রকল্প হতে গাড়ীটি অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য কমিশন সচিবালয়কে দেয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনারদের-কে নয়; তাই নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক গাড়ী ফেরৎ দেয়ার প্রশ্ন উঠেনা। অফিসের কাজে প্রকল্প থেকে প্রদত্ত গাড়ী গুলো সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণই আগের মত এখনও ব্যবহার করছেন

নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ তাঁদের প্রাধিকারভুক্ত একটি জীপ (পাজেরো স্পোর্টস) ও একটি কার (টয়োটা করোলা) এবং এর জন্য নির্ধারিত পরিমাণ জ্বালানীই ব্যবহার করেন। নতুন গাড়ী বিলাসবহল তো নয়ই অতি সাধারণ মানের। নির্বাচন কমিশন গাড়ী বিলাস করেনি, বরং ৩ বছর ৬ মাস প্রাধিকারভুক্ত গাড়ী পায়নি, তারা প্রকল্প থেকে সচিবালয়ের কাজের জন্য দেয়া গাড়ী শেয়ার করে ব্যবহার করেছেন মাত্র। কাজেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে তিনটি বিলাস বহুল গাড়ী ব্যবহারের অভিযোগ সম্পুর্ণ অসত্য ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

### ৪. ইভিএম ক্রয় ও ব্যবহারে অসদাচরণ ও অনিয়ম

**কমিশনের জবাব:** নির্বাচন প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও ত্রুটিমুক্ত করার লক্ষ্যে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে ভোটদান সহজ হয়েছে এবং দ্রুত ফলাফল প্রচার সম্ভব হচ্ছে। ভোটদান পদ্ধতিকে সহজ, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য বর্তমানে ভারতসহ বিভিন্ন দেশ সফলতার সাথে ইভিএম ব্যবহার করছে।

**সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত উপেক্ষা:**
একাদশ সংসদ নির্বাচনের পূর্বে কতিপয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে ইভিএম ব্যবহার করা হয়। তাতে ভোটারগণের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। অক্টোবর ২০১৮ মাসে দেশের সকল জেলায় সাধারণ ভোটারদের জন্য ইভিএম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে অংশীজনদের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইভিএম

প্রদর্শনী ও মত বিনিময় করা হয়। প্রদর্শনীতে সকলের জন্য ইভিএমকে উন্মুক্ত পরীক্ষণ ও ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়। উপস্থিত সাধারণ জনগণের নিকট হতে ইভিএম সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়।
বাংলাদেশে নিযুক্ত একাধিক রাষ্ট্রদূত এবং কুটনীতিক আমাদের ইভিএম পরীক্ষা করেছেন এবং তারাও ইভিএম এর প্রসংশা করেছেন।

**পেপার ট্রেইল ছাড়াই ইভিএমঃ**

ইভিএম এ ভোটার Voters Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) ব্যবহারের যান্ত্রিক সমস্যার কারণে পুরো ইভিএম সিস্টেম বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় VVPAT এর আধুনিক সংস্করণ VVDAT (Voters Verifiable Digital Audit Trail) সংযুক্ত রয়েছে। VVDAT এর ফলে ভোটার ভোট প্রদানের পরে তাঁর নির্বাচিত প্রতীক দেখে নিশ্চিত হতে পারেন এবং প্রতিটি ভোটারের ভোট প্রদানের (ডিজিটাল ব্যালট) তথ্য ইলেকট্রনিক্যালি সংরক্ষিত থাকে, যা পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক পুনঃগণনা করা যায়।

**ইভিএম ক্রয়ঃ**

নির্বাচন কমিশন ইভিএম আমদানি করেনি। সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে একনেক কর্তৃক ইভিএম প্রকল্প অনুমোদনের পর পিপিআর ২০০৮ এর "অর্পিত ক্রয়কার্য" বিধান পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তা ক্রয় করা হয়। "অর্পিত ক্রয়কার্য" এর শর্তানুসারে ইভিএম সরবরাহ করা হয়। ইভিএম ক্রয়ের কোন তহবিল কমিশনের কাছে ন্যস্ত হয় না। এর বিল সরকারিভাবে সরাসরি সেনাকর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়। এ কাজে নির্বাচন কমিশন কোন আর্থিক লেন-দেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। এখানে দুর্নীতির কোন প্রশ্ন ওঠে না।

আমাদের ইভিএম এর কনফিগারেশন/স্পেসিফিকেশন ভারতের ইভিএম এর তুলনায় আধুনিক। ভারতে ব্যবহৃত ইভিএম স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভোটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট কিংবা স্মার্টকার্ড কিংবা ভোটার নম্বর ব্যবহার করে ভোটারের বৈধতা যাচাই করতে পারেনা। তাছাড়া, ভারতের ইভিএম কেন্দ্রের ভোটার তালিকার (বায়োমেট্রিকসহ) ডাটাবেজ সংরক্ষণ করতে পারেনা। বাংলাদেশের ইভিএম এ উক্ত ফিচারসমূহ সংযুক্ত করার নিমিত্ত মেশিনের সাথে উন্নতমানের ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, কার্ড রিডার, পোলিং এজেন্টগণের সুবিধার্থে ভোটারের ছবিসহ তথ্য এবং ভোটারের প্রদর্শন যোগ্য তথ্য প্রদর্শনের জন্য ডিসপ্লে ইউনিট ইত্যাদি সংযুক্ত। কারিগরি বিনির্দেশ তুলনা করলে দেখা যাবে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সক্ষমতার ইভিএম। সুতরাং দুটি ইভিএম এর দর/মূল্য তুলনাযোগ্য নয়।

**০৫. জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে গুরুতর অসদাচারণ ও অনিয়ম**

**কমিশনের বক্তব্যঃ** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কুটনীতিকগণ ২০১৮ সালে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। নির্বাচন নিয়ে তাঁরা অভিযোগ তোলেননি। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ দল সংবাদ সম্মলেনে উল্লেখ করেছেন। ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রচারেও কোন গুরুতর অনিয়ম ও অসদাচরণের কোন বিষয় প্রচার করা হয়নি।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে অনেকগুলও ভোটকেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করা হয় এবং পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বাতিল করে সেখানে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০ সালে ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বাতিল করা হয়। অভিযোগ সঠিক হলে যে কোন পর্যায়ের নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচনের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভোটে অনিয়ম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ভোট অনুষ্ঠানের পর রিটার্নিং অফিসারগণ ফলাফল নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য নির্বাচন কমিশনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্বাচনি ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের পর আদালতের আদেশ ব্যতিত উক্ত ফলাফল বাতিল বা পরিবর্তনের কোন এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফলাফলে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদালতের দারস্থ হয়ে থাকলেও আদালত হতে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আদেশ নির্বাচন কমিশনে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। অতএব এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা অনভিপ্রেত এবং আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে সংসদ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি পদে ২-৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ভোট পড়ে ৬০-৮০%। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা চলে গেছে এমন মন্তব্য ভিত্তিহীন।

ধন্যবাদ